ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত ও তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইদের কাছে আমার কিছু প্রস্তাব

Ijharul Islam Al-kawsary

আপনাদের সামনে একটা কুইজ রাখছি। নিচে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত সম্পর্কে যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যদি হুবহু ফাযায়েলে আমলে থাকতো, তবে তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইয়েরা কী কী মন্তব্য করতেন দয়া করে কমেন্টে উল্লেখ করবেন। কুইজ উন্মুক্ত। ফাযায়েলে আমলের ঘটনা নিয়ে তারা যেমন বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছে আপনারাও কমেন্টে এসব ঘটনার বিশ্লেষণ করবেন। প্রত্যেকটা ঘটনার আলাদা বিশ্লেষণ এবং এগুলোর মাঝে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কী কী কুফুরী- শিরকী বক্তব্য আছে সেটা উল্লেখ করবেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. এসব কারামতের কারণে কতোবার কুফুরী- শিরকের ট্যাগ লাগান সেটাও দেখতে চাই। আর বর্তমান সালাফী শায়খরা যেমন ড.সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ তার জীবনী বিষয়ে আবু হাফস আল- বাযযার এর কিতাবটা তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন এবঙ অন্যান্য শায়খরা এগুলো প্রচার করে থাকেন, মানুষকে এগুলো পড়ার দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কেও আপনাদের মতামত জানতে চাই। যেসব সউদি শায়খরা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এসব কুফুরী কথা প্রচার করে তাদের সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট বক্তব্য চাই। দয়া করে কেউ এড়িয়ে যাবেন না। ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যদি সোনা মাপার দাড়ি পাল্লা ব্যবহার করে থাকেন তবে ইবনে তাইমিয়া ও সউদী শায়খদের ক্ষেত্রে সেই দাড়িপাল্লা যেন পাহাড় মাপার দাঁড়িপাল্লা না হয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিছু কারামত:

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন তার বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ। তার পৃথক জীবনী লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট দুই ছাত্র। একজন হলেন, হাফেজ আবু হাফস উমর ইবনে আলি আল- বাযযার (মৃত:৭৪৯ হি:) তিনি আল- আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. আরেক ছাত্র ইবনে আব্দুল হাদী রহ. (মৃত: ৭৪৪ হি:) আরেকটি জীবনী লিখেছেন। তার লিখিত জীবনীর নাম আল- উকুদুল দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।
আমি এখানে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্রদের বর্ণনায় তার কিছু উল্লেখযোগ্য কারামত উল্লেখ করছি।

কারামত- ১:
লওহে মাহফুজ দেখে বিজয়ের সংবাদ:
গায়েব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "মাদারিজুস সালিকিন শরহু মানাযিলিস সাঈরিন" নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-
أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال : فلما أكثروا علي قلت : لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام

“তাতারীরা যখন মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং শামে আক্রমণের উদ্যোগগ্রহণ করে তখন ৭০২ হিঃ সনে শায়েখ (রহঃ) সাধারণ মানুষ এবং আমীর- উমারাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, “তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাহায্য লাভ করবে।”। তিনি তাঁর কথার উপর সত্তরটিরও বেশি কসম খেয়েছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন! অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ বলছি, সম্ভাবনা হিসেবে নয়। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন তারা আমার উপর পীড়াপীড়ি করল, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা পীড়াপীড়ি কর না, আল্লাহ তায়ালা লউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে, তারা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে।
[মাদারিজুস সালিকিন, খ- - ২, পৃষ্ঠা- ৪৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্দুল হাদী মুকাদ্দেসী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক, মাদারিজুস সালিকীন ও আলামুল আলিয়্যা গ্রন্থদ্বয় দেখতে পারেন।

¬

কারামত- ২: ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ভবিষ্যৎবাণী:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বিশেষ ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم

“তিনি আমাকে অনেকবার অনেক বাতেনি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে এগুলো বলেছেন এবং এ বিষয় সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তিনি সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কিছু কিছু আমি ঘটতে দেখেছি এবং অবশিষ্টগুলো সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। তাঁর বড় বড় সাগরেদগণ আমি যা দেখেছি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দেখেছেন”
[মাদারিজুস সালিকিন, খ- - ২, পৃষ্ঠা- ৪৯০]

কারামত- ৩: অন্তরের বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া:
ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ছাত্র আবু হাফস উমর আল- বাযযার বলেন,

"أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيها وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها

ثم أن الشيخ رضي الله عنه حضر فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسأله ويذكر أقوال العلماء ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه وبين لنا ما قصدنا أن نستعلمه منه فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا أولا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به وأظهره الله عليه مما كان في خواطرنا."

অর্থাৎ আমার সাথে একজন সম্মানিত আলেমের কয়েকটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হলো। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা অনেক দীঘর্ হলো। প্রত্যেক মাসআলায় আমরা এভাবে কথা শেষ করলাম যে, মাসআলার সমাধান ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কাছ থেকে জেনে নিবো।

এরপর শায়খ রহ. আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আমরা যখন মাসআলাগুলো সম্পর্কে শায়খকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করলাম তিনি আমাদের জিজ্ঞাসার পূর্বেই আলোচনা শুরু করলেন। তিনি আমাদের আলোচনা অনুযায়ী একের পর এক মাসআলার সমাধান বলতেছিলেন। প্রত্যেক মাসআলায় আমাদের কাঙ্খিত উত্তর প্রদান করছিলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেকটি মাসআলায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এবং দলিল অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়া মাসআলাটি উল্লেখ করছিলেন। অবশেষে তিনি আমাদের আলোচিত সর্বশেষ মাসআলাটির সমাধান প্রদান করলেন। আমাদের অন্তরের বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালা এভাবে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করায় উপস্থিত লোকজন, আমার সঙ্গী ও আমি আশ্চর্যন্বিত ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

الأعلام العلية
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية
تأليف
الحافظ أبي حفص عمر بن علي البزار
المتوفى سنة ٧٤٩ هـ
ويليه ذيل في
اسماء أصحاب الشيخ وأعوانه ومحبيه
وأعدائه والمعترضين عليه
حققه
الدكتور صلاح الدين المنجد
دار الكتاب الجديد
بيروت • لبنان

الفصل التاسع

في ذكر بعض كرامته وفراسته

أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته . وأنا أذكرُ بعضها على سبيل الاختصار . وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدتُه .

فمنها أنّه(١) جرى بيني وبين بعض الفضلاء مُنازعة في عدّة مسائل ، وطال كلامُنا فيها ، وجعلنا نقطع الكلام في كلّ مسألة بأن(٢) نرجع الى الشيخ وما يُرجحُه من القول فيها . ثم إنّ الشيخ رضي الله عنه حَضَرَ . فلما هَمَمْنا بسؤاله عن ذلك سَبَقَنا هو وشَرَع يذكرُ لنا مسألةً مسألةً كما كنّا فيه . وجعل يذكرُ غالب ما أوردناه في كلّ مسألة ، ويذكر أقوالَ العلماء ، ثم يُرَجِّحُ منها ما يُرجِّحُه الدليلُ حتى أتى على آخر ما أردْنا أنْ نسألَ عنه ، وبيّن لنا ما قَصَدْنا أن نستعمله منه . فبقيتُ أنا وصاحبي ومَنْ حَضَرَنا(٣) مبهوتين متعجّبين ممّا كاشَفَنا به وأظهره الله عليه ممّا كان في خواطرنا .

وكنتُ في خِلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضرُ لي إيرادٌ ، فَمَا يستَتِمُّ خاطري به حتى يشرعَ فيوردُه ويذكر الجواب

(١) ل : « أنني » .
(٢) ل : « بأنا » .
(٣) في « ل » زيادة : « حضرنا أولا مبهوتين » .

এছাড়া আবু হাফস আল- বাযযার অন্তরের বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অবগত হওয়া সম্পর্কে আরও বলেন,

و كنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي إيراد فما يستتم خاطري به حتي يشرع فيرده و يذكر الجواب من عدة وجوه

অর্থাৎ আমি যখন যেসময়ে তার সংস্পর্শে ছিলাম, তখন আমার মনে কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে তিনি এর জওয়াব দিতে শুরু করতেন এবং কয়েকভাবে এর উত্তর প্রদান করতেন।

[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত- 8: অন্যের সাহায্য

"وحدثني الشيخ الصالح المقريء أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق قال فاتفق أنى لما قدمتها لم يكن معي شئ من النفقة البتة وأنا لا اعرف أحدا من أهلها فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا فسلم وهش في وجهي ووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة وقال لي انفق هذه الآن وخلي خاطرك مما أنت فيه فإن الله لا يضيعك ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي فدعوت له وفرحت بذلك، وقلت لبعض من رأيته من الناس من هذا الشيخ؟ فقال وكأنك لا تعرفه هذا ابن تيمية

আমার নিকট শায়খ সালেহ আল –মুকরী বর্ণনা করেন, তিনি দামেশকের উদ্দেশে সফর করেন। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে ঐ সফরে আমার সঙ্গে কোন চলার মতো কোন খাবার বা অর্থ ছিলো না। আমি ওখানকার কাউকে চিনতাম না। এ অবস্থায় আমি উদভ্রান্তের মতো দামেশকের অলি- গলিতে ঘুরছিলাম। হঠাৎ একজন শায়খ আমার দিকে দ্রুত গতিতে হেঁটে এলেন। তিনি হাস্যোজ্জল মুখে সালাম দিলেন। তিনি আমার হাতে একটা থলি দিলেন যাতে কিছু খাটি দিরহাম ছিলো। এরপর বললেন, “এগুলো ব্যবহার করো। তোমার অন্তরে যেই পেরেশানী আছে এগুলো ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করবেন না।”একথা বলে তিনি একই পথে ফিরে গেলেন। তিনি যেন শুধু আমার কাছেই এসেছিলেন। আমি তার জন্য দুয়া করলাম এবং এতে আনন্দি হলাম। আমি অন্যান্য মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম, এই শায়খ কে? তারা বললো, তুমি মনে হয় শায়খকে চেনো না, তিনি হলেন ইবনে তাইমিয়া।
[আল- আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

من عِدّة وجوه .

■ وحدّثني الشيخُ الصالحُ المقريءُ أحمد بن الحريمي أنّه سافر الى دمشق . قال : فاتفق أنّي لمّا قدمتُها لم يكن معي شيءٌ من النفقة البتّةَ ، وأنا لا أعرفُ أحداً من أهلها . فجعلتُ أمشي في زُقاقٍ منها كالحائر ، فإذابشيخٍ قدأقبل نحوي مُسْرعاً فسلّم . وهَشَّ في وجهي ، ووضع في يدي صُرّةً فيها دراهم صالحة ، وقال لي : انْفِقْ هذه الآن فيما[1] أنتَ فيه ، فإنّ الله لا يضيّعُكَ . ثم رُدَّ على أثره كأنّه ما جاء إلاّ من أجلي . فدعَوْتُ له وفَرِحتُ بذلك ، وقلتُ لبعض مَنْ رأيتُه من الناس : مَنْ هذا / الشيخ ؟ فقال : وكأنّك لا تعرفُه ، هذا ابنُ تيمية ، لي مدّة طويلة لم أرَه اجتاز بهذا الدرْب . وكان جلُّ قَصْدي من سَفري الى دمشق لقاءه . فتحقّقْتُ أنّ الله أظهره عليّ وعلى حالي ، فما احتجتُ بعدها الى أحدٍ مدّة إقامتي بدمشق ، بل فتح الله عليّ من حيثُ لا أحتسِب . واستدْلَلْتُ فيما بعد عليه وقَصَدْتُ زيارته والسلام عليه ، فكان يُكرمُني ويسألُني عن حالي ، فأحمد الله تعالى اليه .

وحدّثني الشيخُ العالمُ المقريء تقيّ الدين عبدالله ابن الشيخِ الصالح المقريء أحمد بن سعيد قال : سافرتُ الى مصر حين كان الشيخُ مقيماً بها . فاتّفقَ أنّي قدمتُها ليْلاً وأنا مُثْقَلٌ مريض . فأُنْزِلْتُ في بعض الأمكنة ، فلم ألبث أنْ سمعتُ مَنْ يُنادي باسمي وكُنيتي . فأجبتُه وأنا ضعيف . فدخل إليّ جماعةٌ من أصحاب الشيخ ممّن كنتُ قد اجتمعْتُ ببعضهم في دمشق . فقلتُ : كيْفَ عرَفتُم بقدومي ، وأنا قدمتُ هذه الساعة ؟ فذكروا أنّ الشيخ أخبرنا أنّك قدمتَ وأنتَ مريض . وأمَرَنا أن نُسْرع بنقلِك . وما رأينا أحداً جاء ، ولا أخبرنا بشيء . فعلمتُ أنّ ذلك من

(1) ل : « مما » .

কারামত- ৫:

وحدثني الشيخ العالم المقريء تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح المقريء احمد بن سعيد قال سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض فأنزلت في بعض الأمكنة فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي فأجبته وأنا ضعيف فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق فقلت كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة فذكروا أن الشيخ أخبرنا بأنك قدمت وأنت مريض وأمرنا أن نسرع بنقلك وما رأينا أحدا جاء ولا أخبرنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه."

শায়খ সালেহ আল- মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল- মুকরী আমাকে বলেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. যখন মিশরে ছিলেন তখন আমি মিশরে সফর করি। আমি রাতে মিশরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন আমার কাছে ভারী বোঝা ছিল আর আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি এক জায়গায় গিয়ে বাহন থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার নাম ও উপনাম ধরে ডাকছে। আমি দুর্বল শরীরে তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন শায়খ ইবনে তাইমিয়ার একদল ছাত্র আমার নিকট এলো। তাদের সাথে আমি পূর্বে দামেশকে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা আমার আগমন সম্পর্কে কীভাবে জানলে; অথচ আমি মাত্র এলাম? তারা বলল, শায়খ ইবনে তাইমিয়া তাদেরকে বলেছে যে, আপনি এসেছেন এবং আপনার শরীর অসুস্থ। আমাদেরকে দ্রুত আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমরা কাউকে আসতেও দেখিনি এবং আপনার সম্পর্কে কেউ পূর্বে সংবাদও দেয়নি। আমি তখন বুঝলাম এটি শায়খের কারামত।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত- ৬:

"وحدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني حتى من الجلوس فلم اشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد بالحمى والمرض فدعا لي وقال جاءت العافية، فما هو إلا أن فارقني وجاءت العافية وشفيت من وقتي"

শায়খ সালেহ আল- মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল- মুকরী আরও বলেন, আমি দামেশকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলাম। এমনকি আমি বসতেও পারতাম না। হঠাৎ আমার মাথার নিকট শায়খকে দেখতে পেলাম।তখন আমি মারাত্মক জ্বর ও রোগে আক্রান্ত ছিলাম।তিনি আমার জন্য দুয়া করলেন এবং বললেন, সুস্থতা চলে এসেছে।তিনি আমার কাছ থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৫, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

كرامات الشيخ رضي الله عنه .

وحدّثني أيضاً قال : مَرِضْتُ بدمشق إذْ كنتُ بها مَرْضَةً شديدة منعتْني حتى من الجلوس ، فلم أشعر إلاّ والشيخُ عند رأسي وأنا مُثْقَلٌ بالحُمّى والمَرَض . فدعا لي وقال : جاءت العافية . فما هو إلاّ أنْ فارقني وجاءت العافيةُ وشُفيت من وقتي .

وحدّثني أيضاً : قد كنتُ استكتب شعراً لبعض مَن انحرفَ عن الشيخ قد تنقّصه[1] فيه . وكان سبب قوله ذلك الشعر أنّه نُسِبَ الى قائله شعرٌ وكلامٌ يدلُّ على الرفْض . فأُخذ الرجلُ وأُثبتَ ذلكَ عليه في وجهه عند حاكم من حُكّام الشرع المُطَهّر . فأمر به فشُهّر حاله بين الناس ، فتوهّم أنّ الذي كان سبب ذلك الشيخ . فحمله / ذلك على أنْ قال فيه ذلك الشعر . وبقي عندي . وكنتُ ربما أورد بعضه في بعض الأحيان ، فوقعتُ في عدّة أشياء من المكروه[2] والخوف متواترة . ولولا لطفُ الله تعالى بي فيها لأَتَتْ على نفسي . فنظَرْتُ من أين دُهيتُ . فلم أرَ لذلك سبباً إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر . فعاهدتُ الله أن لا أنوه بشيء منه . فزال عني أكثر ما كنتُ فيه من المكاره ، وبقيَ بعضُه . وكان ذلك الشعرُ عندي ، فأخذتُه وحرقتُه وغسلتُه ، حتى لم يَبْقَ له أثر ، واستغفرْتُ الله تعالى من ذلك ، فأذهب الله عني جميع ما كنتُ فيه من المكروه والخوف ، وأبدلني الله به عكسه . ولم أزلْ بعد ذلك في خيْرٍ وعافية . ورأيتُ ذلك حالاً من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله .

وحدّثني أيضاً قال : أخبرني الشيخُ ابن عماد الدين المقرىء المطرّز

(١) ل : « قد ينقصه » .

(٢) ل : « المكرزة » .

কারামত- ৭:

"وحدثني أيضا قال أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرز قال قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا، فلما كان بعد أيام ونفدت نفقتي أردت أن اخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه فمنعني وأجلسني دونهم فلما خلا المجلس دفع إلي جملة دراهم وقال أنت الآن بغير نفقة فارتفق بهذه فعجبت من ذلك وعلمت أن الله كشفه على حالي أولا لما كان معي نفقة وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة."

আমার নিকট তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট শায়খ ইবনে ইমাদুদ্দিন আল- মুকরী আল- মুতাররায বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি একবার শায়খের নিকট আগমন করলাম। তখন আমার কাছে খরচের টাকা- পয়সা ছিলো। আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন। আমাকে তিনি তার নিকটে বসালেন। এবার তিনি আমার জীবিকা নির্বাহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। কিছুদিন পর আমার খরচের উপকরণ শেষ হয়ে গেল। তখন আমি তার পিছে নামায আদায় করে তার মজলিশ থেকে বের

হতে উদ্যত হলাম। তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বসতে বললেন। এরপর যখন মজলিশ শেষ হলো, তখন তিনি আমাকে কিছু দিরহাম দিয়ে বললেন, এখন তোমার কোন খরচের টাকা- পয়সা নেই। এগুলো ব্যবহার করতে থাকে। এ ঘটনায় আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম যে আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা শায়খের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত- ৮: মৃত সম্পর্কে সংবাদ:

"وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا، وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه إلى الله ثم قال أبشروا فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض.قال الذي حدثني فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ما مضى إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض."

আমার নিকট বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যখন মোগলরা দামেশক ও অন্যান্য অন্চল দখলের জন্য শামে আক্রমণ করলো, দামেশকের অধিবাসীরা খুবই ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এসময় একদল মুসলমান শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে মুসলমানদের জন্য দুয়া করার অনুরোধ করলেন। তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন। এরপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তিন দিন পর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এমনকি তোমরা দেখবে যে একটার উপর আরেকটা মাথা স্তুপ হয়ে থাকবে। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, তৃতীয় দিন দামেশকের প্রবেশ মুখে শত্রুদের মাথাগুলো একটার উপর আরেকটা স্তুপ হয়েছিলো যেমন শায়খ বলেছিলেন।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

قال : قدمتُ على الشيخ ومعي حينئذٍ نَفَقَة . فسلّمتُ عليه ، فردّ عليّ ورحّب بي ، وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا . فلما كان بعد أيّام وقد نفدت نفقتي / أردتُ أنْ أخرجَ من مجلسه بعد أنْ صَلّيْتُ مع الناس وراءه ، فمنعني (١) وأجلسني دونهم . فلما خلا المجلس (٢) دفع اليَّ جملة دراهم ، وقال : أنتَ الآن بغير نفقة ، فارتفِقْ بهذه . فعجبتُ من ذلك ، وعلمتُ أنّ الله كَشَفَه على حالي أوّلاً لمّا كان معي نفقة ، وآخراً لمّا نَفَدَتْ واحتجت الى نَفَقَة .

وحدّثني مَنْ لا أتّهمُه أنّ الشيخ رضيَ الله عنه حين نَزَل المُغْل بالشام لأخذ دمشق وغيرها (٣) . رجف (٤) أهلُها وخافوا خَوْفاً شديداً . وجاء اليه جماعةٌ منهم وسألوه الدُعاء للمسلمين . فتوجّه الى الله ، ثم قال : أبشروا . فإنّ الله يأتيكم بالنَّصْر في اليوم الفُلاني بعد ثالثة ، حتى ترون الرؤوس معبّأة بعضُها فوقَ بعض . قال الذي حدّثني : فوالذي نفسي بيده ، أو كما حلفَ ، ما مضى إلاّ ثلاثُ مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ / ، على ظاهر دمشق ، معبّأة بعضُها فوقَ بعض (٥) . (ب

وحدّثني الشيخ الصالح الوَرِعُ عثمان بن احمد بن (٦) عيسى النسّاج أنّ الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان (٧) بدمشق .

(١) ل : « منعني » .
(٢) ل : « رفع » .
(٣) كان ذلك في سنة ٦٩٩هـ. انظر تفاصيل مجيء التتار الى دمشق في البداية لابن كثير ١٤ ـ ٧ وما بعدها .
(٤) ل : « رجفوا » .
(٥) لم أجد أحداً من المؤرخين ذكر ذلك .
(٦) ساقطة من ل .
(٧) هو بيمارستان نور الدين محمود بن زنكي بدمشق . مرّ ذكره في الصفحة ٤٠ .

কারামত- ৯:

"وحدثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن احمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق في كل أسبوع فجاء على عادته فعادهم فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعا وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه فلما رآه هش له وأدناه ثم دفع إليه نفقة وقال قد شفاك الله فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك أيجوز أن تترك زوجتك وبناتك أربعا ضيعة وتقيم هاهنا؟ فقبل يده وقال يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وقال الفتى وعجبت مما كاشفني به وكنت قد تركتهم بلا نفقة ولم يكن قد عرف بحالي أحد من أهل دمشق."

শায়খ উসমান ইবনে আহমাদ ইবনে ইসা আন- নাসসাজ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. দামেশকের বিমারিস্তান নামক জায়গায় প্রত্যেক সপ্তাহে রোগীদের দেখতে আসতেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি রোগী দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে এক যুবককে তিনি দেখলেন এবং তার জন্য দুয়া করলেন। সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। যুবকটি শায়খকে সালাম দেয়ার জন্য এলো। তাকে দেখে শায়খ হাসিমুখে নিকটে বসালেন। তার কাছে কিছু খরচের টাকা- পয়সা দিলেন এবং বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুস্থ করেছেন। সুতরাং তুমি

আল্লাহর কাছে ওয়াদা করো যে তুমি দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। তোমার জন্য কখনও বৈধ হবে যে তোমার স্ত্রী ও চার কন্যাকে ধ্বংসের মুখে রেখে এখানে অবস্থান করবে? যুবকটি বলল, আমি তার হাতে চুমু দিলাম এবং বললাম, শায়খ, আমি আল্লাহর নিকট আপনার হাতে তওবা করছি।
আমি তার কাশফ দেখে বিস্মিত হলাম। বাস্তবেই আমি আমার পরিবারকে সহায়- সম্বলহীন রেখে এসেছিলাম।দামেশকের কেউ আামার পরিবার সম্পর্কে অবগত ছিলো না।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

এই কারামতগুলো লিখে আবু হাফস আল- বাযযার রহ. লিখেছেন,

و كرامات الشيخ رضي الله عنه   كثيرة جدا لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها .
ومن أظهر كراماته أنه ما سمع بأحد عاداه أو غض عنه إلا و أبتلي بعدة بلايا غالبها في دينه وهذا ظاهر مشهور لا يحتاج فيه إلي شرح صفته

শায়খ রহ. অনেক কারামত রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে সেগুলো উল্লেখ করা সঙ্গত নয়। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ করামত হলো যে কেউ শায়খের বিরোধীতা করেছে বা তার সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে, সে বিভিন্ন ধরনের বালা- মুসীবতে নিপতিত হয়েছে। বেশিরভাগ মুসীবত দীন সম্পর্কীয়। বিষয়গুলো স্পষ্ট ও প্রকাশিত। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক।
[আল- আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৮, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল- মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কাশফ ও ইলহাম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অনেক কারামত রয়েছে। এ বিষয়ে তার অনেক বক্তব্যও আছে। এগুলোর কিছু কিছু ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে তাসাউফ বইয়ে উল্লেখ করেছি। দু:খজনক বিষয় হলো, আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় এখনও শুরু করা হয়নি। আজ এখানেই ইতি টানছি। পরবর্তী আলোচনায় গায়েব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হবে।